গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ১৬ সংখ্যা | ৮ - ১৪ জানুয়ারি ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

১৭৫ শহিদ পরিবারকে সংবর্ধনা

দেশজোড়া ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১১ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কৃষক আন্দোলন তথা গণআন্দোলনের শহিদদের স্মরণ করার আহ্বান জানিয়েছে এস ইউ সি আই (সি)।

দেশ আজ আন্দোলিত দিল্লির কৃষক আন্দোলনে। ২০০৬-'০৭ সালে রাজ্যও আন্দোলিত হয়েছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের চাষিদের এসইজেড-বিরোধী বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে। তারও কয়েক দশক আগে থেকে গরিব কৃষক-ভাগচাষি আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস রচিত হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণায়। ওই সময় মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকার বুঝে নিতে মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে চাষিদের জাগিয়ে তুলেছিলেন এস ইউ সি আই (সি) দলের কৃষক নেতা-সংগঠকেরা।

পাঁচের দশকের কথা। কংগ্রেসের রাজত্ব। জঙ্গল হাসিল করে গড়ে ওঠা ছোট ছোট গ্রাম নিয়ে সুন্দরবন দ্বীপাঞ্চল। নদীতে নিঃশব্দে ওঁৎ পেতে আছে কুমিরের দল। জনবসতির সন্নিকটে ঘন জঙ্গলে হিংস্র বাঘের আস্তানা। ডাঙায় জোতদার-জমিদারের অত্যাচার আর পুলিশের জুলুম। একেই নিয়তি মেনে গ্রামের গরিব মানুষেরা স্ত্রী-সন্তান নিয়ে কোনও রকমে দিন গুজরান করতেন। কখনও সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়তে চাইলে জমিদারের লেঠেল, বন্দুক ও পুলিশের সম্মিলিত আক্রমণের সামনে তাদের প্রতিবাদ খড়কুটোর মতো উড়ে যেত। ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, মেরে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া, মা-বোনেদের সম্ভ্রম লুঠ করা জোতদারদের

ছয়ের পাতায় দেখুন

১১ জানুয়ারি

আমির আলি হালদার স্মরণদিবসে

শহিদ স্মরণ সমাবেশ

বকুলতলা-নতুনহাট, বেলা ১২টা

উন্নত চেতনার প্রকাশ ঘটছে দিল্লির আন্দোলনে

দিল্লিতে প্রতিদিন ইতিহাস রচিত হচ্ছে। রচনা করছেন কৃষক সমাজ। জনগণ ইতিহাস রচনা করে— এই সত্য প্রতিদিন প্রমাণিত হচ্ছে দিল্লির রাজপথে। এই প্রবল শীতকে উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ কৃষক— বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তরুণ-তরুণী, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী— সবাই অদম্য মনোবল, অসীম বীরত্ব নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। মুখে তাদের একটাই কথা— দাবি না মানা পর্যন্ত, কৃষক বিরোধী তিনটি কালা আইন ও বিদ্যুৎ আইন-২০২০ প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। দাবি আদায় না করে তাঁরা ঘরে ফিরবেন না। তার জন্য যত মূল্য দিতে হয় তাঁরা দেবেন। ইতিমধ্যেই মূল্য তাঁরা দিতে শুরু করেছেন, ৫৯ জন সংগ্রামী মানুষ আত্মবলিদান করেছেন, প্রয়োজনে আরও করবেন, কিন্তু সফল না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থামবে না।

দিল্লি থেকে কৃষক আন্দোলনের এই উদ্দীপনাময় অবস্থার কথাই জানালেন এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ। তিনি শুধু দিল্লির অবস্থানেই নয়, পাঞ্জাবে, হরিয়ানায়, উত্তরপ্রদেশের গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে যাচ্ছেন। তাঁদের সংগঠিত করার কাজে গোটা সংগঠনের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান ও রাজস্তরীয় কৃষক নেতৃবৃন্দ। দিল্লির সিংঘু বর্ডার থেকে তিনি লিখছেন,

কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার ভেবেছিল কৃষক বিরোধী এই তিনটি কালা কানুন কৃষকেরা মেনে নেবে। এখানে ওখানে হয়ত একটু প্রতিবাদ হবে, কিন্তু তা ডান্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দেওয়া যাবে— আইন চালু করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। কিন্তু সরকারের এই হিসাব কৃষকরা উল্টে দিয়েছে। তারা দেখিয়ে দিয়েছে, সরকার কৃষকদের নির্বোধ অসহায় মনে করলেও, বাস্তবে তারা তা নয়। তারাও সরকারের চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারে, দাবি মানতে সরকারকে বাধ্য করতে পারে।

সরকারকে পিছু হঠতে কৃষকরা ইতিমধ্যেই বাধ্য করেছে। ওরা

দুয়ের পাতায় দেখুন

কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে ও কৃষক আন্দোলনকে দেশ জুড়ে আরও সংগঠিত রূপ দিতে এআইকেকেএমএস গ্রামস্তর পর্যন্ত কৃষক কমিটি গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। সেই অনুযায়ী গ্রামে গ্রামে মিছিল, ধরনা, ডেপুটেশন, গ্রুপ বৈঠক প্রভৃতি চলছে। ছবিতে উত্তরপ্রদেশের মথুরার এক গ্রামে কৃষক বৈঠকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ।

বাড়তি বাসভাড়া কেন নেবে ঃ মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি এসইউসিআই(সি)-র

বাসে বাসে উঠে যাত্রীদের বাড়তি ভাড়া না দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন দলের কর্মীরা

লক্ষ লক্ষ মানুষ করোনা পরিস্থিতিতে রোজগার খুইয়ে দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন। আর এই সময়েই বাস-অটোতে বিপুল হারে বাড়তি ভাড়া আদায় করা হচ্ছে।

এই বাড়তি ভাড়া আদায় বন্ধ করার দাবি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে খোলা চিঠি দিল এসইউসিআই(সি) কলকাতা জেলা কমিটি। ১ জানুয়ারি এই চিঠিতে বলা হয়েছে সরকার বাস মালিকদের মাসে ১৫ হাজার টাকা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পরেও তারা ৩ থেকে ৪ টাকার বেশি ভাড়া প্রতি স্টেজে বাড়িয়েছে। বাস চলাচলেও কোনও নিয়ম মালিকরা মানছে না। এই বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে ৮ অক্টোবর এবং ২২ ডিসেম্বর আরটিএ দপ্তরে দু'বার ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। যাত্রীদের অসহায় অবস্থা দেখেও সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি।

৪ এবং ৫ জানুয়ারি সারা কলকাতায় বাস টার্মিনাস, গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে প্রচারাভিযান চলে। বাসে বাসে উঠেও যাত্রীদের কাছে বাড়তি ভাড়া প্রত্যাখ্যানের আবেদন জানানো হয়। যাত্রী স্বার্থ নিয়ে আন্দোলনের জন্য যাত্রী কমিটি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছে এসইউসিআই(সি)।

উন্নত চেতনার প্রকাশ ঘটছে কৃষক আন্দোলনে

একের পাতার পর

ভেবেছিল, ব্যারিকেড তৈরি করে, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে, ভারি ভারি বোল্ডার ফেলে, জায়গায় জায়গায় রাস্তা কেটে দিয়ে, জলকামান, বন্দুক, টিয়ার গ্যাস দিয়ে তারা কৃষকদের আটকাবে। সব বাধা ব্যর্থ করে দিয়ে কৃষকরা দিল্লির উপকণ্ঠে এসে হাজির হয়েছে। এবং মাসাধিক কাল ধরে সড়কের উপর বসে আছে। যতদিন প্রয়োজন ততদিন বসে থাকবে এই ঘোষণাও করেছে।

এই আন্দোলনে এআইকেকেএমএস সহ অসংখ্য কৃষক সংগঠন যুক্ত হয়েছে। তাদের চিন্তা আলাদা, দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, স্বার্থও ঠিক একরকম নয়। তাই সরকার ভেবেছিল, সহজেই এই আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে, আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা যাবে। সেই উদ্দেশ্যে ওরা কম চেষ্টা করেনি। কিন্তু সফল হয়নি। মতভেদ যাই থাক না কেন, কৃষকদের সংগ্রামী চেতনা কৃষক সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে বাধ্য করেছে। ফলে, বিভেদ সৃষ্টির কাজে সফল না হয়ে ওরা পেটোয়া কিছু মানুষকে কৃষকদের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছে, তারা আবার আইনের স্বপক্ষে বিবৃতি দিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কাজে সরকারকে সাহায্য করেছে। কিন্তু কৃষক সমাজ এই সব দালাল নেতাদের ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে।

আর একটা ঘৃণ্য পথ গ্রহণ করেছে বিজেপি সরকার। তা হল, আন্দোলনের গায়ে কালি ছেটাও, মিথ্যা বদনাম দাও। ওদের ধারণা ছিল, বশংবদ মিডিয়ার প্রচারের ঢক্কানিনাদে এই কাজে ওরা সহজেই সফল হবে। সেই কালি ছেটানোর কাজ ওরা শুরুও করেছিল জোরকদমে। আন্দোলনকারীরা খালিস্তানি, সন্ত্রাসবাদী— ইত্যাদি কত কথাই না বলেছে বিজেপি নেতারা। আর সেই সুরে সুর মিলিয়ে কর্পোরেট পুঁজির মালিকানাধীন 'দালাল মিডিয়া' তারস্বরে চিৎকার করে বলেছে আন্দোলনকারীরা দেশদ্রোহী, উন্নয়ন বিরোধী। মানুষ এই সব অপপ্রচারের স্বরূপ বুঝতে পেরেছে এবং তা প্রত্যাখান করে আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ছাত্র, যুবক, মহিলা, বুদ্ধিজীবী সহ সমাজের সর্বস্তরের শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনকে সক্রিয় সমর্থন করেছেন, তাকে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছেন। আন্দোলনকে আরও বেগবান ও গতিশীল হতে সাহায্য করেছেন।

হালে পানি না পেয়ে বিজেপি ও তার বশংবদ মিডিয়া আর একটা কথাও প্রচার করার চেষ্টা করছে। বলছে, এ তো শুধু পাঞ্জাবের আন্দোলন। ভাবখানা এমন, যেন নয়া কৃষি আইনে পাঞ্জাবের কৃষকেরাই অখুশি, অন্যেরা এর সমর্থক। যেন অন্য রাজ্যের কৃষকরা একে দু'হাত তুলে সমর্থন করছেন। কিন্তু বিষয়টা মোটেই যে তা নয়, তা দিল্লিতে উপস্থিত ক্রমবর্ধমান কৃষক জনতার দিকে তাকালেই যে কেউ টের পাচ্ছেন। সংগ্রামের এই মহামিলন ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতবর্ষ তার প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। হরিয়ানা, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্নাটক, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, কেরালা— কে নেই সেখানে? সবাই রণাঙ্গনে এক মন এক প্রাণ হয়ে লড়াই করছেন। আবার সব রাজ্যেই জ্বলছে এই সংগ্রামের মশাল। ধরনা, লাগাতার অবস্থান, বিক্ষোভ, আইন অমান্য, শপথ নেওয়া, আইনের প্রতিলিপি পোড়ানোর মধ্য দিয়ে সেখানে আরও বৃহত্তর সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজ চলছে। তাই এ লড়াই শুধু পাঞ্জাবের লড়াই নয়, এ সমগ্র ভারতের কৃষকদের লড়াই। সমগ্র দেশের শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যয়ী স্লোগান— 'লড়েঙ্গে, জিতেঙ্গে', লড়ব, জিতব এবং জিতবই।

বিজেপি নেতাদের আর একটা অঙ্ক ছিল। তা হল কৃষকদের সাথে আলোচনার নামে কালহরণ করা। তা হলে কৃষকরা এই প্রবল শীতে কাবু হয়ে হতাশাগ্রস্ত মন নিয়ে যে যার বাড়ি ফিরে যাবে। তাই আলোচনার নামে ডেকে সরকার বার বার একই কথা বলেছে, কৃষকদের দাবি মেনে নেওয়ার কোনও সদিচ্ছাই দেখায়নি। সরকারের এই চাল কৃষকরা ধরে ফেলেছে। যত দিন যাচ্ছে, দেখা

১ জানুয়ারি কলকাতার রাসবিহারী মোড়ে কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে শপথ গ্রহণ

যাচ্ছে কৃষকদের মনোবল তত বৃদ্ধিপাচ্ছে, ততই তাদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে হার-না-মানা মনোভাব।

কিন্তু কোথায় পেলেন কৃষকরা এই অদম্য তেজ, এই অফুরন্ত প্রাণশক্তি? কোথায় পেলেন তারা এই হার-না-মানা মনোবল? কোনও রাজনৈতিক দল তো এ অর্জনে তাদের সাহায্য করতে পারেনি, কোনও কৃষক সংগঠনও তো তাদের এমনভাবে উদ্বুদ্ধকরেনি। এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত ইতিহাসের গতিধারায়। নিষ্পেষিত, নিপীড়িত মানুষের মানসলোকে লুক্কায়িত মুক্তি আকাঙ্ক্ষার গর্ভ থেকে এভাবেই এই ধরনের সংগ্রামী তেজের জন্ম হয়, শাসকের বিরুদ্ধে তা শতধারায় ফেটে পড়ে এবং উপযুক্ত বিপ্লবী নেতৃত্ব যথাযোগ্য শক্তি নিয়ে উপস্থিত থাকলে তা কখনও কখনও সমাজের বিপ্লবী রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়। ইতিহাসে এই ভাবেই গণবীরত্বের জন্ম হয়। এই ভাবেই মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে।

কৃষকরা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝেছেন, কেন্দ্রের বর্তমান বিজেপি সরকার পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের মতোই একচেটিয়া বহুজাতিক পুঁজির সেবা করে চলেছে। যে আর্থিক নীতি, শিল্প নীতি, কৃষি নীতি কংগ্রেস সরকার চালু করেছিল, তাকেই বিজেপি সরকার আরও জোরকদমে কার্যকর করছে। ফলে জনগণের জীবনে দুঃখ, দারিদ্র্য, যন্ত্রণা আরও বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কৃষকরা উপলব্ধি করেছেন, বেসরকারিকরণ মানেই জনগণের সর্বনাশ, কর্পোরেট পুঁজির পৌষমাস। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই এই হল জনগণের অভিজ্ঞতা। কৃষকরা দেখেছেন সার, বীজ, তেল ইত্যাদি বেসরকারি হাতে চলে যাবার পর এই সবের দাম কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েছে, কেমন ভাবে এক ধাক্কায় চাষের খরচ বেড়ে গেছে বহুগুণ। আর এই বাড়তি খরচ মেটাতে তাদের কেমন ভাবে সুদখোর মহাজনদের কাছ থেকে অনেক বেশি সুদে টাকা ধার করতে হয়। এই দেনার দায় মেটাতে হয় কৃষককে জীবন দিয়ে। প্রতি ১২ মিনিটে ভারতে একজন কৃষক আত্মহত্যা করেন। এই হল পুঁজির নিগড়ে বাঁধা কৃষি অর্থনীতির বাস্তব চিত্র। ফলে এই কৃষকরা যখন দেখলেন, বেসরকারিকরণের বাইরে থাকা যতটুকু সরকারি ব্যবস্থা এখনও এ দেশে বেঁচেবর্তে আছে, বিজেপি সরকারের এই নতুন কৃষি আইন তাকে সমূলে উৎখাত করবে, তখন তারা আর স্থির থাকতে পারলেন না, সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কৃষকেরা এ-ও বুঝেছেন, এই আইন প্রয়োগ হলে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য চলে যাবে বহুজাতিক পুঁজির হাতে। চাল, ডাল, গম, সব্জি, দুধ, মাছ— সবকিছুর মালিক হয়ে যাবে তারা। তারা সস্তা দরে কিনবে আর অগ্নিমূল্যে বিক্রি করবে। এতে কৃষক মরবে, মরবে সাধারণ গরিব মানুষ। আর করপোরেট পুঁজির লাভের পাহাড় বাড়তেই থাকবে। আর এই কাজ বাধাহীন ভাবে করার জন্য চাই এমন ব্যবস্থা যাতে মরতে মরতে এখনও যতটুকু কৃষিজপণ্যের সরকারি ক্রয়ব্যবস্থা আছে তা ধ্বংস হয়ে যায়। এ জন্য মান্ডি ব্যবস্থা ধ্বংস কর, সরকারি মান্ডি ধীরে ধীরে তুলে দাও। না, আইন করে তুলে দেওয়ার দরকার নেই। এমন ব্যবস্থা কর যেন তা আপনা আপনি উঠে যায়। এই জন্য বেসরকারি মান্ডি চালু কর, আর বর্তমান মান্ডি ব্যবস্থার অধীন গ্রামগুলো তাদের হাতে তুলে দাও। এতে ধীরে ধীরে সরকারি মান্ডিগুলো কমজোর হয়ে যাবে, তারপর একদিন উঠে যাবে। এরপর আসবে কর্পোরেট কর্তাদের অবাধ রাজত্ব। বাজারে তখন তারা ছাড়া কৃষকের ফসল কেনার কেউ থাকবে না— একেবারে খোলা বাজার। যেমন খুশি কম দামে কেন, যেমন খুশি বেশি দামে বিক্রি কর। কৃষক নিধনের কী সুন্দর ব্যবস্থা! একেই মোদিজিরা কৃষক কল্যাণকামী আইন বলে চালাবার চেষ্টা করছেন।

এর পর আছে চুক্তি চাষ। মোদিজিরা এর প্রশংসায় মুখর। বলছেন, এই চুক্তি চাষে নাকি কৃষকের অনেক উপকার হবে। কিন্তু আইনের সমস্ত দিকগুলো খুঁটিয়ে দেখলে সহজেই বোঝা যায় চুক্তির সমস্ত শর্ত কর্পোরেটের পক্ষে। পণ্যের গুণাগুণ অনুযায়ী দাম, আর গুণাগুণ ঠিক করবে বহুজাতিক কোম্পানি, কৃষকের সেখানে কোনও হাত নেই। ফলে কোম্পানিগুলো কৃষককে ঠকাবে, ইচ্ছামতো কম দাম দেবে, বা চুক্তি করার পর কৃষকের ফসল কিনবে না— কোনও ক্ষেত্রেই তার কিছু করার থাকবে না। এটা ঘটবেই বুঝে সরকার কৃষকের আইনি সাহায্যের কথা বলেছে। কিন্তু রাষ্ট্রের মদতপুষ্ট বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানির সাথে অসহায় কৃষক আইনি লড়াই করে পারবে? তাই চোখের জল ফেলতে ফেলতে জলের দরে কৃষককে ফসল তুলে দিতে হবে বহুজাতিক কোম্পানির গুদামে। এই ভবিতব্য কৃষক মেনে নিতে পারে না। তাই পথের লড়াই এত জোরদার।

উত্তরপ্রদেশের আখচাষিদের দুর্দশার কাহিনি যারা জানেন তারা এই কথার সত্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারবেন। সেখানে চিনিকল মালিকরা চাষির আখ নিয়ে ইচ্ছামতো দাম দেয়, বা বছরের পর বছর দাম দেয় না। সরকার চিনিকল মালিকের হয়ে কাজ করে, অসহায় চাষির সর্বনাশ হয়। সে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে সর্বহারায় পরিণত হয়। এভাবেই সমস্ত চাষিকে কর্পোরেট হাঙরদের সামনে ফেলে দিয়ে মোদিজিরা কৃষক-কল্যাণের ভেলকি দেখাচ্ছে। কিন্তু কৃষকরা এই ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছেন। তাঁরা বলছেন— 'দয়া করে আমাদের উপকার করার চেষ্টা করবেন না। আমরা আপনাদের উপকার চাই না। বরং উপকার করার নামে যে আইন তৈরি করেছেন তার হাত থেকে আমাদের রেহাই দিন। আইন এখনই প্রত্যাহার করুন।'

মোদিজিরা যদি সত্যিই কৃষকের উপকার করতে চাইতেন, তা হলে তারা লাভজনক দাম দিয়ে কৃষকের ফসল সরকারি উদ্যোগে কেনার ব্যবস্থা করতেন, সার-বীজ তেল ইত্যাদি সস্তা দরে সরবরাহ করতেন, আর দেশের সাধারণ মানুষকে সস্তা দরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করতেন। এতে কৃষক বাঁচত, সাধারণ মানুষ বাঁচত। কিন্তু এই পথে যাওয়ার ক্ষমতা মোদিজিদের নেই। কারণ, এতে জনগণের লাভ, কিন্তু কর্পোরেটের ক্ষতি। আর কর্পোরেটের ক্ষতি করার ক্ষমতা মোদিজিদের নেই। কারণ কর্পোরেট প্রভুদের দয়াতেই তো মোদিজিরা ক্ষমতায় বসেছেন। তাই ওদের বিরোধিতা করতে গেলে ওরা মোদিজিদের ক্ষমতা থেকে বের করে দেবে না? কৃষকরা আজ এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তারা বুঝতে পেরেছেন, কাদের স্বার্থে মোদিজিরা কাজ করছেন। তারা বুঝতে পেরেছেন, মোদিজিদের সত্যকার প্রভু কারা। তাই আন্দোলনের মধ্যে শুধু মোদিবিরোধী নয়, কর্পোরেট পুঁজির বিরুদ্ধেও আওয়াজ উঠছে এবং সেই আওয়াজ ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। আওয়াজ উঠছে— আম্বানি-আদানি গো ব্যাক। আওয়াজ উঠছে, জিও বয়কট কর, আম্বানি-আদানিদের পণ্য বয়কট কর। দেশের গণআন্দোলনের ইতিহাসে এই উপলব্ধি সম্পূর্ণ নতুন ঘটনা।

আগেকার সমস্ত গণআন্দোলন ছিল সরকার বিরোধী। সরকারের পিছনে যে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি আছে, তাদের স্বার্থ রক্ষা করাই যে সরকারের কাজ, আন্দোলনের মধ্যে এই শ্রেণি চেতনার জন্ম দেওয়া যায়নি। ব্যাপক সংখ্যক জনগণ এই সত্যোপলব্ধি করতে পারেননি। এই

ছয়ের পাতায় দেখুন

ছ'বার নির্বাচিত পঞ্চায়েত সভাপতির ঘরে অন্নসংস্থান ছিল না

কমরেড অজয় সাহার স্মরণসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষের শোকবার্তা

এসইউসিআই(সি) -র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড অজয় সাহা গত ২৫ ডিসেম্বর রাতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৩০ ডিসেম্বর পদ্মের হাট পেট্রোল পাম্প মাঠে প্রয়াত কমরেডের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিপুল জনসমাগমে মাঠ ভরে গিয়ে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। স্বেচ্ছাসেবকদের যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ নস্কর। উপস্থিত রাজ্য কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা প্রয়াত কমরেডের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। দলের কর্মী সমর্থক ও সাধারণ মানুষ দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে প্রয়াত নেতার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জানান। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পাঠানো শোকবার্তা পাঠ করেন কমরেড তরুণ নস্কর। শোকবার্তাটি নিচে প্রকাশ করা হল।

কমরেড সভাপতি, কমরেডস ও বন্ধুগণ,

কমরেড অজয় সাহার আকস্মিক অকালমৃত্যু আমার কাছে, আমাদের দলের কাছে, গভীর বেদনাদায়ক। আপনারা অনেকে জানেন, বিশেষত যারা দীর্ঘদিন ধরে এই দলকে দেখে আসছেন, তারা জানেন, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) অন্যান্য দলের মতো নিছক কিছু নেতা, মন্ত্রী, এমএলএ, এমপি বা পদ পাওয়ার জন্য, টাকা-পয়সা, সুযোগ সুবিধার বিনিময়ে কিছু কর্মী সংগ্রহের জন্য দল নয়। এই দল সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক মতাদর্শ ও উন্নত নৈতিকতার আধারে প্রতিষ্ঠিত একটি বিপ্লবী দল, যার উদ্দেশ্য শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে বিপ্লব সংগঠিত করা, বিপ্লবী আদর্শ ও চরিত্রে বলিয়ান উপযুক্ত বিপ্লবী যোদ্ধা তৈরি করা এবং জনগণকে সংগঠিত করে, রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে গণআন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রাম গড়ে তুলে বিপ্লবের প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়া। এই দলে যাঁরা যুক্ত হন তাঁরা ব্যক্তিগত কিছু পাওয়ার লোভে আসেন না। আসেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে, সর্বস্ব দেওয়ার মন নিয়ে, মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে। এই রকম বিপ্লবী চরিত্র কোনও দেশে, কোনও যুগেই হঠাৎ করে ঝাঁকে ঝাঁকে আসে না বা তৈরি হয় না। কিন্তু যাঁরা আসেন তাঁরা সেই সমাজের শ্রেষ্ঠ সন্তান।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে কমরেড শিবদাস ঘোষ উন্নত বিপ্লবী আদর্শ, সংস্কৃতি ও হৃদয়বৃত্তির আধারে একটি ক্রমবর্ধমান বৃহৎ পরিবারের মতো গড়ে তুলেছেন। তাই আমাদের দলের নেতা, কর্মী সকলেরই পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যক্তিগত স্বার্থহীন গভীর স্নেহ, মমতা ও ভালবাসার। সেখানে কোনও ধর্ম, বর্ণ, জাতের পরিচয় নেই। এই পরিবারের কোনও স্বজনকে হারানো, এই বিপ্লবী বাহিনীর যে কোনও বলিষ্ঠ যোদ্ধাকে হারানো খুবই দুর্বিষহ দুঃখজনক। এ বেদনা আরও মর্মান্তিক ও অসহনীয় হয়ে দাঁড়ায়, যখন বয়োজ্যেষ্ঠ হয়ে বয়োকনিষ্ঠের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। কমরেড অজয় সাহার মৃত্যুজনিত বেদনা আমি এই ভাবেই বহন করছি। আবার কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা অনুযায়ী পূর্বের অন্যান্য নেতা ও কর্মীর মৃত্যুজনিত দুঃখ-ব্যথার মতো এই ক্ষেত্রেও শোককে শক্তিতে পরিণত করার সংগ্রাম চালাচ্ছি। এই পরম শোকের মুহূর্তে কমরেড ঘোষের এই মূল্যবান শিক্ষাকে স্মরণ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

আজকের এই সভা সাধারণ ভাবে নিছক শোক প্রকাশ, মাল্যদান ও স্মৃতিচারণের জন্য নয়। যিনি প্রয়াত, তাঁর বিগত দিনের জীবনসংগ্রাম থেকে যারা জীবিত তারা কী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, তিনি কী ভাবে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে পাথেয় করে সংগ্রামী জীবনের পথে কতটা যোগ্যতার সাথে কী কী গুণাবলি অর্জন করতে পেরেছিলেন, তার থেকে আমরা কতটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, এ জন্যই এই স্মরণসভার আয়োজন। এই ক্ষেত্রে প্রয়াত নেতার থেকে যেমন জীবিত কর্মীরা শিক্ষা গ্রহণ করে, তেমনি জীবিত নেতারাও প্রয়াত কর্মীর থেকে শিক্ষা নেয়।

আমি যতদূর জানি, কমরেড অজয় সাহা গরিব পরিবারের সন্তান হিসাবে শৈশব থেকেই দুঃসহ দারিদ্রের জ্বালা অনুভব করেছিলেন। এই দারিদ্রই তাঁকে অসময়ে শিক্ষাজীবন অসমাপ্ত রেখে বাস কন্ডাকটরের চাকরি নিতে বাধ্য করে। বিগত শতাব্দীর ছয়ের দশকের মাঝামাঝি, যৌবনের প্রারম্ভেই আমাদের দলের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার নেতৃস্থানীয় সংগঠক কমরেড পাঁচু নস্করের মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন ও অনুপ্রাণিত হয়ে দলে যুক্ত হন কমরেড অজয় সাহা। যে সময়ে তিনি যুক্ত হন, তখন জয়নগর, কুলতলি, মথুরাপুর, মন্দিরবাজার, পাথরপ্রতিমা, ক্যানিং এই সব থানায় কৃষক সংগ্রামের মাধ্যমে আমাদের দল প্রভাব বিস্তার করে এবং জয়নগর কুলতলি কেন্দ্রে বহুবার ও মথুরাপুর মন্দিরবাজার বিধানসভা নির্বাচনে দু'বার জয়লাভ করলেও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতবর্ষে দল আজকের মতো প্রভাব ও বিস্তার ঘটাতে পারেনি। তখন বামপন্থীদল ঐক্যবদ্ধ সিপিআই ও পরবর্তীকালে সিপিএম এর প্রভাব ও শক্তি ছিল। এদের আজকের মতো এতো অধঃপতন হয়নি, সাধারণ মানুষের মধ্যে সিপিআই, সিপিএমের প্রতি যথেষ্ট মোহ ও আস্থা ছিল। সেই পরিস্থিতিতে তুলনামুলক একটি ছোট্ট দলের আহ্বানে দরিদ্র পরিবারের সন্তান চাকরি ও অন্যান্য পিছুটান ছেড়ে সম্পূর্ণ ভাবে বৈপ্লবিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া সহজসাধ্য ছিল না। জীবনের দুঃসহ দারিদ্রের অনুভূতি জাত হৃদয়বৃত্তিই তাঁকে উন্নত বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল এবং অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

দক্ষিণ বারাসাতের পদ্মের হাট পেট্রোল পাম্প ময়দানে স্মরণ সভা

এটা উল্লেখযোগ্য যে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ছাত্ররা কেউ কেউ সংগ্রামে অনেক দূর এগিয়ে, কেউ কিছুটা এগিয়ে আবার পিছিয়ে পড়েন। আবার কেউ পিছিয়ে পড়েও আবার সংগ্রাম করে এগিয়ে যান। এটা নির্ভর করে কে কতটা সঠিক ভাবে আদর্শ বুঝে কী ভাবে জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে কতটা যোগ্যতার সাথে সংগ্রাম করতে পারেন। তার উপর কেউ বিপ্লবী আদর্শ বুঝে গ্রহণ করে প্রথমেই সব কিছু পিছনে ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন, কেউ কেউ তেমন করে পারেন না। পিছিয়ে থেকেও কেউ সাধ্যমতো বৈপ্লবিক সংগ্রামের দায়িত্ব পালন করে যান। পরবর্তীকালে এই স্তরের কেউ কেউ আবার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে সফল হন।

আমি এই সমাবেশে এই কথা সগর্বে বলব, কমরেড অজয় সাহা যে মুহূর্তে বিপ্লবী আদর্শের মর্মবস্তু গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, আর্থিক রোজগারের কাজ, পারিবারিক দায়িত্ব পালন ইত্যাদি ত্যাগ করে দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে জীবনসংগ্রাম শুরু করেন এবং কমরেড পাঁচু নস্করের নেতৃত্বে নিজ এলাকায় ও বাইরে দলীয় দায়িত্ব পালনে, জনসংযোগ স্থাপনে এবং গণআন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে থাকেন। এর পরেই শুরু হয় তাঁর একটি অতি ক্ষুদ্র ঘরে কমরেড পাঁচু নস্কর ও অজয় সাহার যৌথজীবন। এই ঘরটি বাস্তবে আর তাঁর ছিল না। এটি একাধারে পার্টি অফিস ও বাসস্থান এবং সর্বসাধারণের যোগাযোগের স্থান হয়ে উঠেছিল। আমি নিজেও কাজ উপলক্ষে বহুবার এই ঘরে গিয়েছি, থেকেছি, খেয়েছি।

তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে, রাজনৈতিক ক্লাসে ও জনসভায় কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য আলোচনার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে নিজের তত্ত্বগত জ্ঞান উন্নত করেছেন। প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী, প্রখ্যাত জননেতা তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রয়াত কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার পার্টি প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোক্তা তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য প্রয়াত কমরেড শচীন ব্যানার্জীর স্বল্প সময়ের জন্য হলেও গভীর সান্নিধ্যে এসে এবং দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড ইয়াকুব পৈলান ও রাজ্য কমিটির সদস্য ও বিশিষ্ট কৃষক নেতা শহিদ কমরেড আমির আলি হালদারের গাইডেন্সে রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনার সুযোগ পান। একদিকে এই সব নেতৃবৃন্দের প্রভাব এবং অন্য দিকে গরিব মানুষের ব্যথা বেদনার সাথী হয়ে নানা আন্দোলন ও কর্মসূচি গ্রহণ করার মাধ্যমে ক্রমাগত তাঁর চরিত্র, ক্ষমতা, যোগ্যতা ও দক্ষতাকে সর্বোপরি রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত হতে সাহায্য করেছে। যার ফলে সাধারণ কর্মীর স্তর থেকে ধারাবাহিক ভাবে উন্নত হতে হতে জেলা কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা, জেলা পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও রাজ্য কমিটির সদস্যের স্তরে উন্নীত হন এবং বিশিষ্ট জননেতায় পরিণত হন।

পার্টির নেতা পার্টির অভ্যন্তরীণ কাজকর্মে নেতৃত্ব দেন, জননেতা জনগণের আন্দোলনে, কাজকর্মে নেতৃত্ব দেন। এই ক্ষমতা দুই ধরনের। কেউ পার্টির নেতা হিসাবে যোগ্য হন, কেউ জননেতা হিসাবে যোগ্যতার পরিচয় দেন। আবার কেউ কেউ একই সাথে দুই ধরনের নেতারই যোগ্যতার অধিকারী হন। যদিও এই যোগ্যতা অর্জন করা কঠিন। কমরেড অজয় সাহা এই দুই ধরনের যোগ্যতা অর্জনের সংগ্রামেও অগ্রণী ছিলেন।

সাতের পাতায় দেখুন

লকডাউন পর্বের চার মাসের বিদ্যুৎ বিল মকুবের দাবিতে সিইএসসি দপ্তরে বিক্ষোভ অ্যাবেকার

লকডাউন পর্বের চার মাসের বিদ্যুৎ বিল মকুবের দাবিতে সিইএসসি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখাল বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা। এই সময়ে মানুষের আর্থিক বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সিইএসসি বিল স্থগিত ঘোষণা করেছিল। সম্প্রতি সিইএসসি ঘোষণা করেছে ১০ কিস্তিতে স্থগিত বকেয়া পরিশোধ করতে হবে। অ্যাবেকা দাবি তুলেছে, সিইএসসি বিপুল মুনাফা করেছে, মানুষের আর্থিক দুরবস্থা বিবেচনা করে এই বিল মকুব করাটাই ছিল মানবিক কাজ। সরকারের উচিত এ বিষয়ে পদক্ষেপ করা। কিন্তু সিইএসসি তা না করে উল্টোপথেই হাঁটছে। গ্রাহকরা এতে ক্ষুব্ধ। তারা ৩০ ডিসেম্বর ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। ঘোষণার প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী। স্থগিত বিল মকুবের দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি গ্রাহকদের প্রতি আহ্বান জানান।

মিড ডে মিল কর্মীদের অবরোধ কোচবিহারে

৩০ ডিসেম্বর কোচবিহার শহরে মিছিল এবং অবরোধের পর জেলাশাসকের দপ্তরে স্মারকলিপি দিলেন মিড-ডে মিল কর্মীরা। সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী

ইউনিয়নের ডাকে এই কর্মসূচির শুরুতে শহরের ক্ষুদিরাম স্কোয়ারে সমবেত কর্মীরা দিল্লির কৃষক আন্দোলনের শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানান। সংগঠনের কোচবিহার সদর সভানেত্রী মঞ্জু সাহা, সহ সম্পাদিকা নমিতা চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষা মমতা রায় এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র জেলা সম্পাদক বিপুল ঘোষ মাল্যদান করেন।

রামমোহন রায় স্কোয়ার মোড়ে কর্মীরা পথ অবরোধ করেন। পরে তাঁরা অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে ১১ দফা দাবি জানান। ২৮ জানুয়ারি মিড-ডে মিল কর্মীদের নবান্ন অভিযান সফল করার ডাক দেন নেতৃবৃন্দ।

আন্দোলনে মিড ডে মিল কর্মীরা

'স্কিম ওয়ার্কারদের' মধ্যে আশা ও আইসিডিএস কর্মীরা লাগাতার আন্দোলন করে বেতন বৃদ্ধি, অবসরকালীন ভাতা ছাড়াও কিছু দাবি আদায় করেছেন। মিড-ডে মিল কর্মীরাও তাদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে নামছেন। সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন উত্তর ২৪ পরগণা জেলার নিউ ব্যারাকপুরে অগ্রদূত ক্লাব প্রাঙ্গণে ৩০ ডিসেম্বর একটি সভার আয়োজন করে। কর্মীরা তাদের বঞ্চনা ও দুর্দশার কথা কথা তুলে ধরেন। সভা থেকে বুলবুলি সমাদ্দারকে সভানেত্রী, রীতা রায়কে সম্পাদিকা ও রেখা ঘোষকে কোষাধ্যক্ষ করে ইউনিয়নের ব্যারাকপুর পৌর কমিটি গঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের অফিস সম্পাদক শ্যামল রাম ও সহ-সভাপতি নিখিল বেরা।

কৃষক আন্দোলনের সংহতিতে অবস্থান

রাজারহাট-নিউটাউন নাগরিক কমিটির উদ্যোগে ঘুনী বাজারে ২৭ডিসেম্বর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। নয়া কৃষি আইন এবং বিদ্যুৎ আইন-২০২০ প্রত্যাহারের দাবিতে দিল্লির কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে এলাকার বহু শিক্ষক দোকানদার, শ্রমজীবী মানুষ সভায় সমবেত হন। বাজারের দোকানদাররা আন্দোলনে সোচ্চার সমর্থন জ্ঞাপন করেন। সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি মহম্মদ মাহাবুব। বক্তব্য রাখেন শানওয়াজ আলম, ইমতিয়াজ আলম, বিকাশ মল্লিক, সমিত সিনহা, শফিকুল ইসলাম প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন আসরাফুল ইসলাম।

বিদ্যাসাগর মূর্তি উদ্বোধন পটাশপুরে

ভারতের নবজাগরণের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত হল পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরে। বিদ্যাসাগর দ্বি-শত জন্মবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে ২৭ ডিসেম্বর পটাশপুর থানার তারট গ্রামে এক মহতী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মূর্তি উন্মোচন হয়। মূর্তি তৈরির আর্থিক দায় পালন করেছেন শিক্ষক কেদারনাথ পাণ্ডা। এ দিন তিনিই তা উদ্বোধন করেন। প্রধান অতিথি অধ্যাপিকা অনুরূপা দাস, সভাপতি অশ্বিনী মণ্ডল ও সম্পাদক নিশিকান্ত দাস উপস্থিত ছিলেন। উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, ২০০টি সাইকেলে সুসজ্জিত মিছিল এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিন শতাধিক মানুষ। তমলুক সায়েন্স সোসাইটির উদ্যোগে ম্যাজিক প্রদর্শনীও হয়।

কৃষি আইনের বিরুদ্ধে চাঁচলে অবস্থান

মোদি সরকারের কর্পোরেট বান্ধব তিন কৃষি আইন ও জনবিরোধী বিদ্যুৎ আইন-২০২০ বাতিলের দাবিতে এ আই কে কে এম এস-এর উদ্যোগে ৩০ ডিসেম্বর মালদার চাঁচলে অবস্থান সংগঠিত হয়। নেতাজি মোড়ের অবস্থানে বক্তব্য রাখেন তুলসীহাটা হাইস্কুলের শিক্ষক সাদিরুল ইসলাম, গৌতম সরকার, অংশুধর মণ্ডল, মল্লিকা সরকার, রবীন্দ্র রাম। সভা পরিচালনা করেন ঝন্টু রবিদাস এবং সভাপতিত্ব করেন চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক কালিচরণ রায়।

কৃষক ধরনা কল্যাণীতে

২৮ ডিসেম্বর কল্যাণী মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে এবং দিল্লিতে প্রবল ঠাণ্ডাকে উপেক্ষা করে যে অনড় মনোভাব নিয়ে কৃষকরা আন্দোলন করছেন তাকে সংহতি জানাতে কৃষক ধরনা মঞ্চ হয়। মঞ্চে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডক্টর এজামান, বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টর মৃদুল দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বহু শিক্ষক অধ্যাপক ও সাধারণ কৃষক। ধর্না মঞ্চে কৃষি আইনের এবং বিদ্যুৎ আইনের প্রতিলিপি পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানানো হয়।

রেল কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও যাত্রী সমিতির

রেল কর্তৃপক্ষকে ডেপুটেশন দিয়েও লাভ হয়নি। তাই বিক্ষোভ অবস্থান ঘেরাও কর্মসূচিতে সামিল হল রেলযাত্রী ও নাগরিক কল্যাণ সমিতি। বেলদা থেকে অবিলম্বে বেলদা হাওড়া লোকাল ট্রেন চালু, উত্তর ও দক্ষিণ ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে ৩১ ডিসেম্বর বেলদা স্টেশনে গণঅবস্থানে সামিল হয় বেলদা রেলযাত্রী ও নাগরিক কল্যাণ সমিতি। মিছিল বেলদা

কেশিয়াড়ি মোড় থেকে শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে রেল স্টেশনে শেষ হয়। বেলদা স্টেশন ম্যানেজারের কাছে ফের ট্রেন চালুর দাবি জানিয়ে আলোচনায় বসেন সমিতির সদস্যরা। জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ দেওয়া, কেশিয়াড়ি মোড়ে ওভারব্রিজ স্থাপন, বেলদাকে মহকুমা গঠন সহ সার্বিক উন্নয়নের দাবিতে রেল স্টেশনে বিকেল পর্যন্ত চলে ঘেরাও অবস্থান। উপস্থিত ছিলেন রামলাল রাঠি, তুষার জানা, সুশান্ত পানিগ্রাহী, প্রদীপ দাস, বিদ্যাভূষণ দে প্রমুখ।

দিল্লির অবস্থান মঞ্চেই উদ্বোধন ভগৎ সিং রচনাবলি

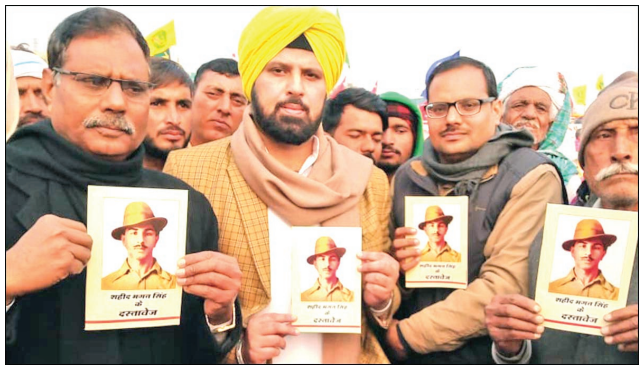

হরিয়ানার রেওয়ারির খেড়া বর্ডারে ২ জানুয়ারি শহিদ-ঈ আজম ভগৎ সিং-কে নিয়ে বই প্রকাশ করেন শহিদ ভগৎ সিং পরিবারের সন্তান যাদবেন্দ্র সিং। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিল অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক ইউথ অর্গানাইজেশন (এ আই ডি ওয়াই ও)। প্রকাশিত বইয়ে শহিদ ভগৎ সিং-এর ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে।

যাদবেন্দ্র সিং বলেন, এই বই প্রকাশ করে এআইডিওয়াইও প্রশংসনীয় কাজ করেছে। এই বইয়ের মাধ্যমে শহিদ ভগৎ সিং-এর চিন্তাধারা এবং জীবনসংগ্রাম জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষত ছাত্র-যুবদের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। তিনি বলেন, দেশজোড়া যে কৃষক আন্দোলনে চলছে এই প্রেক্ষাপটে বইটি যুবক ও কৃষকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করবে। সংগঠনের পক্ষে রাজেন্দ্র সিংহ বলেন, ভগৎ সিং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে শহিদ হয়েছিলেন, আজ বহুজাতিক কোম্পানির বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে লড়তে হচ্ছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক অজয় সিং সহ অন্যান্য নেতারা।

ত্রিপুরায় শাসক দল বিজেপির সন্ত্রাস অব্যাহত

বিজেপি শাসিত রাজ্য ত্রিপুরায় আইনশৃঙ্খলার গুরুতর অবনতি ঘটেছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিনিয়ত মৃতদেহ উদ্ধার হচ্ছে। উপর্যুপরি হত্যার ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা দেখা দিয়েছে। বেড়ে চলেছে চুরি, রাহাজানি, ছিনতাই ও নাশকতামূলক কাজ। চলছে অপহরণ করে লাখ লাখ টাকা আদায়। বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে হঠাৎ বাইক বাহিনী আক্রমণ করছে, এমনকী সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। এক চরম সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে শাসক বিজেপি। পুলিশ ও প্রশাসন দলদাসে পরিণত হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য পুলিশের ডিজিপি-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ব্যক্তি হত্যা, অপহরণ বন্ধে পুলিশ প্রশাসনকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা, চুরি-রাহাজানি-ছিনতাইও নাশকতামূলক কাজ বন্ধ করা, বিরোধী দলগুলির অফিস, কর্মী-সমর্থকদের জীবন ও সম্পত্তির এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, বিরোধী দলগুলির সকলপ্রকার গণআন্দোলন, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে পুলিশের পক্ষ থেকে সহায়তা করা, দল বিচার না করে সমস্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার দাবি জানানো হয়।

উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক অরুণ ভৌমিক ও সদস্য মলিন দেববর্মা, সুব্রত চক্রবর্তী, শিবানী ভৌমিক, সঞ্জয় চৌধুরী প্রমুখ।

জৌনপুরে কৃষকদের অনশন

উত্তরপ্রদেশের জৌনপুর জেলার চারটি স্থানে এক দিনের অনশন করলেন কৃষকরা। কর্পোরেটপন্থী কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে ২৩ ডিসেম্বর এই অনশন ও ধরনার ডাক দিয়েছিল এ আই কে কে এম এস। জৌনপুর শহরের গান্ধীপার্ক, বদলাপুরের ফত্তুপুর রেল ক্রসিং, সিংরামউ রেল ক্রসিং, রতাসী বাজারে এই কর্মসূচি পালিত হয়।

দূষণে ছাড় কর্পোরেটদের, শাস্তি চাষির

বায়ু, জল, মাটি সহ সর্বত্র ভয়াবহ দূষণের কারণ হল বড় বড় কর্পোরেট মালিকরা। অথচ দিল্লির বায়ু দূষণের দায় সরকার চাপাচ্ছে চাষিদের ঘাড়ে। খড় বা নাড়া পোড়ানোর সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষজ্ঞদের অভিমত নিয়ে পদক্ষেপ করা উচিত। কিন্তু এই খড় পোড়ানোকে অজুহাত করে কৃষককে ৫ বছরের জেল ও ১ কোটি টাকা জরিমানার ঘোষণা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

ধান কেটে নেওয়ার পর যে অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকে, অথবা ধান ঝাড়াই করে নেওয়ার পর যে খড় পড়ে থাকে, তা এখন কৃষকের একটা মারাত্মক সমস্যা। কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে, চাষে গরু নির্ভরতা কমছে। গোখাদ্য হিসাবে খড়ের ব্যবহার কমছে। এই খড় কোথায় ফেলবে কৃষক? নিরুপায় হয়ে মাঠেই তাঁরা পুড়িয়ে দিচ্ছেন। এতে বায়ু দূষণ শুধু ঘটছে তা নয়, একই সাথে ক্ষতি হচ্ছে মাটিরও। মাটির অনেক অনুজীব মারা পড়ছে, মাটির উপাদানের ক্ষতির সম্ভাবনাও রয়েছে। এই সমস্যার পরিবেশবান্ধব সমাধান অবশ্যই অত্যন্ত জরুরি।

এই বর্জ্য-খড় পচিয়ে জৈব সার সৃষ্টি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে পচন ঘটানোর পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কৃষিমন্ত্রকের একটা সদর্থক ভূমিকা দরকার। কিন্তু সরকারের সে উদ্যোগ নেই। বিকল্প চেষ্টাও নেই সরকারের। বিপরীতে কৃষককে অপরাধী সাব্যস্ত করে মারাত্মক শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। ক্ষোভে ফুটছে কৃষকরা।

কৃষক সমাজের অন্নদাতা। কৃষির সমস্যা নিছক কৃষকের সমস্যা নয়, গোটা সমাজেরই সমস্যা। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সরকারকে করতে হবে। খড় বা নাড়া পোড়ানো জনিত দূষণ একটি নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সাময়িক সমস্যা। এ জন্য কৃষককে ৫ বছরের জেল ও ১ কোটি টাকা জরিমানা ধার্য করা হল। অথচ বিভিন্ন শিল্পে যে নিরবচ্ছিন্ন দূষণ ঘটে চলেছে, যার ফলে পরিবেশের ও মানুষের যে ক্ষতি হচ্ছে —সরকার তাদের শাস্তি দিচ্ছে কোথায়? বিজেপি সরকার কতটা কৃষক বিরোধী এই ঘটনা তাও দেখিয়ে দেয়।

কৃষক বিরোধী এই আইন পাল্টানোর স্বীকারোক্তি আদায় করতে একমাস ধরে দিল্লির কনকনে ঠাণ্ডায় কৃষকদের রাজপথে থাকতে হচ্ছে। ৪০ জন কৃষকের জীবনের বিনিময়ে অবশেষে এই কালা অধ্যাদেশ বাতিল করার প্রতিশ্রুতি মিলল।

তামিলনাড়ুতে কৃষক সমাবেশে ব্যাপক পুলিশি বাধা

কৃষক বিরোধী কৃষি আইন বাতিল, দিল্লি সহ দেশজুড়ে চলা কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে তামিলনাড়ুর থানজাভুরে অল ইন্ডিয়া কিসান সংঘর্ষ কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে বিশাল কৃষক সমাবেশ সংগঠিত হয় ২৯ ডিসেম্বর। বিজেপির জোট সঙ্গী এআইএডিএমকে পরিচালিত রাজ্য সরকারের পুলিশ ২০ হাজারের বেশি কৃষককে সমাবেশ স্থলের উদ্দেশে রওনা হতেই বাধা দেয়। মিছিলের অনুমতিও বাতিল করে দেয় তারা। বাধা কাটিয়ে যে সমস্ত কৃষক সভাস্থলে আগেই রওনা হয়েছিলেন তাঁদেরও অনেককে সমাবেশস্থলের কয়েক কিলোমিটার আগে পুলিশ আটকে দেয়।

এত কিছুর পরেও ১০ হাজারের বেশি কৃষক সমাবেশে উপস্থিত হন। এআইকেএসসিসি রাজ্য কো-অর্ডিনেটর কমরেড কে বালাকৃষ্ণ এবং এআই কেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সহসভাপতি কমরেড রেঙ্গাস্বামী (ছবি) বক্তব্য রাখেন।

উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘিতে ট্রাক্টর মিছিল

কৃষকমারা কৃষিনীতি ও বিদ্যুৎ আইন-২০২০ বাতিল এবং দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে ও ট্রাক্টরের ফিটনেস চার্জ এবং ট্যাক্স কমানোর দাবিতে ২৮ ডিসেম্বর উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘিতে এআইকেকেএমএস-এর উদ্যোগে ট্রাক্টর মিছিল হয়। শেষে দৌমোহনায় প্রতিবাদ সভা হয় ও জাতীয় সড়কে কৃষিআইনের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমরেডস সনাতন দত্ত, নকুল রাম, শান্তিলাল সিংহ প্রমুখ।

উন্নত চেতনার জন্ম দিয়েছে কৃষক আন্দোলন

দুয়ের পাতার পর

কৃষক আন্দোলন এক উন্নত চেতনার জন্ম দিতে পেরেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ বুঝতে পারছেন আসল শত্রু পুঁজিবাদ। বর্তমান কৃষক আন্দোলনের এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

এই আন্দোলন নিপীড়িত মানুষের এক মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই আন্দোলন শিখদের আন্দোলন নয়, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধদের আন্দোলন নয়। এই আন্দোলন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত নিপীড়িত মানুষের। আন্দোলনের রণক্ষেত্রে সবধর্মের মানুষ এক লঙ্গরখানায় দাঁড়িয়ে আহার করছেন, এক সাথেই ধর্মাচরণ করছেন, আবার এক সাথে কাধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করছেন। বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে, বিভেদের রাজনীতিকে পরাজিত করেছে এই আন্দোলন। সংগ্রামরত কৃষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য বিজেপি ধর্মকে ব্যবহার করার কম চেষ্টা করেনি। তাদের সেই অশুভ চেষ্টা পরাজিত হয়েছে কৃষকদের সংগ্রামী চেতনার কাছে। এটাও আন্দোলনের সাফল্য।

আন্দোলন মানুষকে পাল্টে দেয়। বিজেপি সরকার জল বন্টন নিয়ে পাঞ্জাব-হরিয়ানার পুরনো বিবাদকে ব্যবহার করার শত চেষ্টা করেও সফল হয়নি। 'পাঞ্জাবকে জল দিতে হবে'— এই দাবি তুলে হরিয়ানায় বিজেপি ধরনায় বসে গিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে হরিয়ানাকে খেপিয়ে তোলা। হরিয়ানার জনগণের চাপে সেই ধরনা তাদের তুলে নিতে হয়েছে। হরিয়ানার সাধারণ মানুষের কথা ছিল একটাই। তোমাদের হাত থেকে তো আগে কৃষি আর জমি বাঁচাই, তারপর জলের কথা ভাবব। জনগণের প্রতিরোধে বিজেপি নেতারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। জনগণের এমন অসীম সাহসী প্রতিরোধের সামনে পড়তে হবে, এ কথা বিজেপি নেতারা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। ওরা ভেবেছিল করোনা মহামারির সুযোগ নিয়ে যেভাবে ব্যাঙ্ক, বিমা, রেল, বিমানবন্দর ইত্যাদি বেসরকারি মালিকদের হাতে তুলে দিয়েছে, একই ভাবে ওরা কৃষক ও সাধারণ মানুষের ঘাড়ের উপর এই কালা আইন চাপিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু কে জানত এমন অসম্ভব সম্ভব হবে। যারা সাত চড়েও রা কাটে না, সেই কৃষকরা যে এমন ভাবে বিদ্রোহ করবে, এমনভাবে কোমর সোজা করে দাঁড়িয়ে যাবে, তা কে ভাবতে পেরেছিল?

এই সংগ্রাম কৃষকের বিক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ নয়। এই সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এ আই কে কে এম এস যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। যেদিন সরকার লোকসভায় বিলকে আইনে পরিণত করল, সেই ৫ সেপ্টেম্বর থেকে এআইকেকেএমএস, এআইকেএস সিসি-র গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসাবে তা প্রতিরোধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ২৫ সেপ্টেম্বর গ্রামীণ ভারত বনধ সফল করার জন্য ভারতের হাজার হাজার গ্রামে প্রচার করেছে, পথ অবরোধ করেছে, কৃষক কমিটি গঠন করেছে, নানা ভাষায় লক্ষ লক্ষ প্রচারপত্র প্রকাশ করেছে, আইনের সর্বনাশা ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে নানা উপায়ে প্রচার করেছে। এভাবেই আন্দোলনের জমি তৈরি করেছে। এর পর ১৪ অক্টোবর সারা ভারত প্রতিরোধ দিবস পালন ও ২৬ নভেম্বর ভারত বনধ কর্মসূচি সর্বাত্মক সফল করার মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে এআইকেকেএমএস। সাথে সাথে সংযুক্ত কিষান মোর্চার দিল্লি চলো ডাককে সফল করার কাজেও এই সংগঠন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। হরিয়ানায় যখন এই প্রস্তুতির কাজ চলছিল জোরকদমে তখন বিজেপি সরকার গ্রেফতার করল সংগঠনের হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়করনজিকে। তারপর গ্রেফতার করা হল সংগঠনের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড অমরনাথকে। দিল্লি অভিযানে যোগ দেওয়ার জন্য যখন এআইকেকেএমএস মধ্যপ্রদেশের কর্মী-সমর্থকেরা দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করলেন তখন তাদের উত্তরপ্রদেশ সীমান্তে খোলা আকাশের নিচে ৬৮ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়েছিল। সংগঠনের কর্মীদের অনমনীয় দৃঢ়তার ফলে শেষপর্যন্ত তাদের দিল্লি যাওয়ার অনুমতি দিতে বাধ্য হয় উত্তরপ্রদেশ সরকার। এই ভাবে নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তারা দিল্লি অভিযানে পাঞ্জাবের কৃষক ভাইদের সাথে সামিল হতে পেরেছে। এবং প্রথম দিন থেকেই এআইকেকেএমএস কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করছে।

এই সংগ্রামে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন চিকিৎসক বন্ধুরা, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, এআইইউটিইউসি-র অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবকরা। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য শ্রমজীবী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ। এই ঐকান্তিক সাহায্য সংগ্রামে জয়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে এতে কোনও সন্দেহ নেই।

এই সংগ্রাম ঐতিহাসিক, প্রত্যয়দীপ্ত। ভারতের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এ অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আন্দোলনকে চূড়ান্ত বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য শুধু বীরত্ব যথেষ্ট নয়, তার প্রয়োজন নানা কৌশলী পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন থাকা। বিজেপি সরকার জানে, কৃষকরা আইনের কোনও সংশোধনী চাইছেন না, চাইছেন কৃষক বিরোধী তিনটি আইন ও বিদ্যুৎ বিল-২০২০-র সম্পূর্ণ প্রত্যাহার। এই প্রশ্নে তারা অবিচল। কথার মায়াজাল বিস্তার করে, আলোচনার নামে যাতে সরকার কৃষকদের ঘাড়ে অন্য কিছু চাপিয়ে দিতে না পারে সে বিষয়ে সদাসতর্ক থাকা প্রয়োজন। এই আন্দোলনের পরিধি ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে। আরও বেশি বেশি মানুষ এই সংগ্রামের সাথে পূর্ণ আবেগে যুক্ত হচ্ছেন। তাঁরা এলাকায় এলাকায় সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলছেন, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নাম লেখাচ্ছেন। গ্রামে গ্রামে তারা আওয়াজ তুলছেন, 'লড়েঙ্গে, জিতেঙ্গে'। লড়ব, জিতব। এই সংগ্রামকে পরাজিত করবে সাধ্য কার!

১৭৫ শহিদ পরিবারকে সংবর্ধনা

একের পাতার পর

গুন্ডাবাহিনীর কাছে ছিল জলভাত। চাষ করা ধান জোতদারদের গোলায় তুলে দিতে চাষিদের বাধ্য করা হত। ভাগচাষির আইনসঙ্গত অস্তিত্ব মানত না জোতদার আর প্রশাসনের কর্তারা। মজুরির বিনিময়ে জোতদারদের জমিতে কাজ করে মাত্র। কোনও চাষি প্রতিবাদ করলে তার নামে আদালতে মামলা ঠুকে দিত জোতদাররা। টাকার জোরে পুলিশ হানা দিত ঘরে। অত্যাচারের নির্মমতা দেখে আর কেউ মাথা তুলতে সাহস পেত না। চাষি বুঝত, টাকা যার, পুলিশ, আইন, সরকার— সবই তার। গরিবের কেউ নেই।

এই অবস্থায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল দক্ষিণ ২৪ পরগণার গরিব মানুষের পাশে দাঁড়ায়। কমরেড শিবদাস ঘোষের সুচিন্তিত পরিকল্পনা, শচীন ব্যানার্জীর দক্ষ পরিচালনা, সুবোধ ব্যানার্জীর গণজাগরণী ভাষণে চাষিদের ঘুম ভাঙে, উদ্দীপ্ত হয় তারা। বিস্তীর্ণ এলাকায় গরিব খেতমজুর, নিম্ন-মধ্য চাষি ধীরে ধীরে বুকে বল পায়। জোতদার কংগ্রেস ও পুলিশের বিরুদ্ধে লড়ার শক্তি এস ইউ সি আই (সি)-কে নিজের সন্তানের থেকেও বেশি যত্নে বড় করে তুলতে কোমর বাঁধে সুন্দরবনের নোনামাটির গরিব মানুষ। সমুদ্র তীরের মৈপীঠ থেকে কুলতলি, জয়নগর ছাপিয়ে ক্যানিং পর্যন্ত অঞ্চলে অঞ্চলে আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠেন খেটে খাওয়া মানুষের অন্তরের প্রিয় বীর সংগ্রামী নেতারা। এক এক জনের নাম কিংবদন্তীর মতো ছড়িয়ে যায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

একদিকে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় শচীন বান্যার্জী, সুবোধ বান্যার্জীর নেতৃত্বে আন্দোলন চলছে। এলাকায় এলাকায় কর্মী বৈঠক, সমাবেশ ও বিক্ষোভ সভা হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠছে গরিব চাষি আন্দোলনের দুর্জয় ঘাঁটি। আর এরই সাথে চলছে বিপ্লবী রাজনীতির শিক্ষা। যুগ যুগ ধরে শাসকরা গরিবের মগজে এমন ধারণাই ঢোকাতে চেয়েছে যে, বেগার খেটে যাওয়াই ধর্ম, অন্যের দয়াতেই বেঁচে থাকতে হবে। সরকার বদল হলেও এই অপচেষ্টার কোনও পরিবর্তন হয়নি। নিরক্ষর এই চাষিদের নিয়ে রাজনৈতিক ক্লাস করতেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। গরিবের দিন বদলাতে হলে বদলাতে হবে এই শোষণমূলক সমাজটাকে, আর সেই বদলের হাতিয়ার হল মার্কসবাদ। বিজ্ঞানের এই তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন সহজ-সরল ভাষায়। এইভাবে দীক্ষিত শিক্ষিত হয়ে এগিয়ে এসে তার চর্চা এলাকার চাষিদের মধ্যে নিজের ভাষায় নিয়ে যেতেন যে দক্ষ সংগঠকরা, তাঁদের উপর বারবার নেমে এসেছে শাসকের অত্যাচার। তাঁদের রক্তে বাদাবনের নোনা মাটি বারবার রাঙা হয়েছে। এক দলের সরকার গিয়ে অন্য দলের সরকার এসেছে। কিন্তু চাষি আন্দোলনের এই দুর্জয় ঘাঁটি ভাঙতে, কর্মী-সংগঠকদের প্রাণ নেওয়ার এই হীন পথ থেকে কোনও শাসকই সরে আসেনি। বরং সরকারি ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এই জেলাকে গণতন্ত্রের কবরখানা বানিয়েছে তারা। শত প্রলোভনে নত না হওয়া এসইউসিআই(সি) কর্মীদের বীভৎস হত্যালীলায় আরও বেশি করে মেতেছে শাসক দলগুলি।

গণআন্দোলনের ভিত গড়ে তুলতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন ১৭৫ জন বিপ্লবী কর্মী। এই জেলার মাটি সেই রক্তে স্নান করে পবিত্র হয়েছে। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য এবং এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য সম্পাদক বিশিষ্ট কৃষক নেতা কমরেড আমির আলি হালদার ১৯৯৭ সালের ১১ জানুয়ারি প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংস ভাবে খুন হন। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে দমন করতে শাসকগোষ্ঠী এমন আক্রমণ বারবার করেছে। আহতদের যন্ত্রণা, মা-বোনের সম্ভ্রমহানির বেদনা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের বীভৎসতা, জমি ও ভিটেমাটি থেকে দলের কর্মী-সমর্থকদের বিতাড়নের নির্মমতা সুন্দরবনের জনগণকে বার বার তীব্র বেদনার সাক্ষী হতে বাধ্য করেছে। চক্রান্ত করে অসংখ্য মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো, জেলবন্দি করা, এমনকি সাজানো মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডকরিয়ে মানসিক নির্যাতন চালিয়ে জেলার পরিবেশকে লাগামহীন ভাবে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে শাসক দলগুলি। সর্বশেষ গত জুলাইয়ে মৈপীঠের নারকীয় বর্বরতা বিবেকবান মানুষের বুকে তীব্র আলোড়ন তুলেছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় কমরেডদের আদর্শবোধ, উন্নত রুচি সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে আন্দোলনের বলিষ্ঠতা দেখে শোষক শ্রেণি তাদের ঘ্রাণশক্তি দিয়ে বুঝে নিয়েছিল এসইউসিআই(সি)-র শক্তিবৃদ্ধিতে তাদের সর্বনাশ। কমরেড শচীন ব্যানার্জী, সুবোধ ব্যানার্জী, পরবর্তী কালে কমরেড ইয়াকুব পৈলান প্রমুখ জেলার বিশিষ্ট, বলিষ্ঠ ও যোগ্য নেতারা একদিকে আদর্শগত চর্চার মাধ্যমে দলের কর্মী সংগ্রহ করে এবং অপর দিকে সফল গণআন্দোলনের ঢেউ তুলে দলকে যতই শক্তিশালী করেছেন, ততই শাসকরা ভয় পেয়ে সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে।

এই জঘন্য অপরাধের নায়ক জোতদার, পুলিশ এবং কংগ্রেস, সিপিএম, টিএমসি ও তাদের মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা। কিন্তু শত অপচেষ্টা সত্ত্বেও কোনও মতেই তারা জেলার সংগ্রামী জনগণের মাথা নত করাতে পারেনি। আজও স্বজন হারানোর ব্যথা বুকে চেপে অন্যায়ের বিরুদ্ধেপ্রতিবাদে অবিচল তারা। আজ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের 'বদান্যতায়' বলীয়ান হয়ে বড় বড় কর্পোরেট মালিকরা চাষির ফলানো ফসল ও জমি ব্যবহার করে মুনাফার পাহাড় গড়তে উদ্যোগী। তাই দিল্লির রাজপথে দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষক নিজেদের জীবন-জীবিকা রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ হয়ে লড়াই করছেন।

সংগ্রামের এই গৌরবময় ইতিহাসকে স্মরণ করতে ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে দিল্লিতে গড়ে ওঠা ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে ১১ জানুয়ারি শহিদ আমির আলি হালদারের স্মরণ দিবসে বকুলতলা নতুন হাটে শহিদদের স্মরণে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। সভায় প্রতিটি শহিদ পরিবারের পক্ষে একজন প্রতিনিধির হাতে শহিদস্মারক তুলে দিয়ে সম্মান জানানো হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন দলের পলিটবুরো সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার।

একজন সৎ, নির্ভীক, সংগ্রামী জননেতা

তিনের পাতার পর

গরিব মানুষের সাথে, সাধারণ মানুষের সাথে তার সম্পর্ক ছিল হৃদয়ের, স্বাভাবিক ভালবাসার। সেই জন্যই তিনি সর্বসাধারণের আপনজন, সুখ দুঃখের সাথী, এক রকমের ঘরের মানুষই হয়ে গিয়েছিলেন। এই হওয়াটা খুব সহজ নয়। এটা শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয়, স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি থেকেই হয়ে গিয়েছিল। যে কেউ বিপদে পড়ে বুদ্ধি পরামর্শ চেয়েছে, ডেকেছে, তিনি ছুটে গিয়েছেন, দলীয় পার্থক্য এই ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। দলীয় পার্থক্য সত্ত্বেও দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্যই একরকম দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। শরীর ভাঙছে, রোগাক্রান্ত হচ্ছেন, কিন্তু বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেননি। এটা বলা হয়ত বাহুল্য হবে না, যদি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও কেউ কোনও পরামর্শের জন্য, কোনও কাজের জন্য আসত, তিনি শেষ মুহূর্তেও অস্পষ্ট ক্ষীণ কণ্ঠে কিছু বলার চেষ্টা করে যেতেন। এই হচ্ছে জনগণের প্রকৃত জননেতা। এই জেলা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত বেশ কিছু আঞ্চলিক ও জেলা স্তরে এই ধরনের নেতার জন্ম দিয়েছে। যাঁরা প্রায় সকলেই প্রয়াত। অনেকেই শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন।

তিনি অত্যন্ত জনদরদি, সৎ, নির্ভীক ও সংগ্রামী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, দলের লোক হোক, সাধারণ মানুষ হোক, বিরোধী দলের লোক হোক সকলেই তাঁর সততায়, সরলতায়, ভদ্রতায়, মিষ্টভাষী আচরণে মুগ্ধ হতেন। আত্মপ্রচারবিমুখ ছিলেন, জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র দাম্ভিকতা ছিল না। সিনিয়ার নেতাদের, জুনিয়ার কর্মীদের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারতেন, কোনও সঠিক বা ভুল সমালোচনায় কখনও কষ্ট পেলেও তার জন্য বাইরে উল্টোপাল্টা ব্যবহার করেননি। কেউ দুর্ব্যবহার করলে বা আঘাত করলে নীরবে সহ্য করতেন বা মৃদু প্রতিবাদ করতেন, কিন্তু প্রত্যাঘাত বা রূঢ় আচরণ করতেন না। দল ও নেতৃত্বের প্রতি গভীর আনুগত্য ছিল। দল যখনই যে দায়িত্ব দিয়েছে, যত কঠিনই হোক নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন। যে কোনও সভায় অতি স্বল্প কথায় সুচিন্তিত বক্তব্য রাখতে পারতেন। দলের কঠিন রাজনৈতিক তত্ত্বও অতি সহজ সরল ভাষায় নিজের উপলব্ধি অনুযায়ী সাধারণের মধ্যে উপস্থিত করতে পারতেন।

স্থানীয় স্তরে, জেলা স্তরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে কোনও আন্দোলনে, দলীয় কর্মসূচি রূপায়ণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। দলীয় নেতা হিসাবে তিনি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস এতটাই অর্জন করেছিলেন যে, তিনি ছ'বার জয়নগর এক নম্বর ব্লকের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। এটা শুনে সকলেই হয়ত বিস্মিত হবেন যে, ছ'বার নির্বাচিত এই সভাপতির দু'বেলা খাওয়ার সংস্থান ছিল না। অন্যের মুখে এই খবর পেয়ে আমি জেলা নেতৃত্বকে জানাই চাঁদা সংগ্রহ করে যেন তাকে সাহায্য করা হয়। হয়ত নিতে অস্বীকার করবে, আমার নির্দেশ বলে নিতে তাঁকে যেন বাধ্য করা হয়। দুই একজন দরদিও তাঁকে সাহায্য করতেন এই অভাব জেনে। এই চরিত্র অর্জন একমাত্র এই দলেই সম্ভব।

আজ একদিকে পশ্চিমবঙ্গে, ভারতবর্ষে পার্টির বিস্তার ঘটছে। এই দলের প্রতিষ্ঠা এই জেলাতেই, জয়নগর শহরে। এইখানেই ভারতবর্ষের এই দলের নেতৃত্বে কৃষক আন্দোলনের দুর্গ গড়ে উঠেছিল। প্রথম যুগের বিপ্লবী নেতারা, সংগ্রামী যোদ্ধারা প্রয়াত, পরবর্তীকালে বহু যোগ্য নেতা ও কর্মী প্রথমে কংগ্রেস শাসনের যুগে, তার পরে সিপিএম শাসনের সময়ে, আর এখন তৃণমূল সরকারের আমলে, বিশেষ করে সিপিএম শাসনের সময়ে তাদের ঘাতক বাহিনীর আক্রমণে শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন। প্রায় বলতে গেলে এমন কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত নেই যেখানে একাধিক এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) নেতা বা কর্মী শহিদ হননি। এই জেলা যেমন পার্টিকে প্রতিষ্ঠা করার স্থান দিয়েছে, তেমনই এই জেলার বহু নেতা-কর্মী কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আন্দোলনে মৃত্যুবরণ করেছেন এই দলকে রক্ষার জন্য, শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন এবং অনেকেই বুকের রক্ত ঢেলেছেন। সেই দিক থেকে ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এই জেলা বিশেষ স্থান হিসাবে থাকবে।

যখন বহু আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও এই জেলার অসংখ্য গরিব মানুষ, সাধারণ মানুষ আমাদের দলকেই একমাত্র ভরসা হিসাবে দেখছেন এই অবস্থায় এত শহিদ ও এত মৃত্যুর পর যে কয়জন অবশিষ্ট নেতা উদ্যোগ নিয়েছিলেন দলকে আরও শক্তিশালী করার, তাঁদের অন্যতম ছিলেন কমরেড অজয় সাহা। তাঁর এই মৃত্যু দলের বিরাট ক্ষতি হিসাবে এসেছে। এই ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নিতে হবে এই সভায় যাঁরা এসেছেন বা কোনও কারণে আসতে পারেননি তাদের। বিশেষত দায়িত্ব নিতে হবে ছাত্র-যুবকদের, গরিব-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েদের। কমরেড অজয় সাহাকে আমি প্রথম থেকেই জানি, তাঁর এলাকায় অনেক মিটিং, ক্লাস করেছি, অন্যত্রও তাঁকে নিয়ে গিয়েছি, বহু প্রশ্ন নিয়ে, বহু সমস্যা ও দুঃখ-ব্যথা নিয়ে আমার কাছে এসেছেন, অনেক কথাবার্তা হয়েছে, অন্যদের কাছে থেকেও তাঁর সম্পর্কে শুনেছি। এই সব অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর যে সব গুণাবলি আমার চোখে পড়েছে, আপনাদের কাছে রাখলাম, যাতে আগামী দিনে এই সব গুণ থেকে শিক্ষা নিয়ে, প্রয়াত নেতা ও শহিদদের গুণাবলি থেকে শিক্ষা নিয়ে আপনারা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপযুক্ত ছাত্র হিসাবে গড়ে উঠতে পারেন। অন্যান্য প্রয়াত নেতাদের মতো, কমরেড অজয় সাহার মতো নিজেদের গড়ে তুলতে পারেন আজ এই শপথ নিন।

মনে রাখবেন আজ দেশের বড় দুর্দিন, এ রকম সর্বগ্রাসী দুর্দশা এ দেশে আর আসেনি। একদিকে কোটি কোটি গরিব শিক্ষিত-অশিক্ষিত যুবক বেকার, আরও কয়েক কোটি ছাঁটাই শ্রমিক-কর্মচারী, লক্ষ লক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষ দীন-দরিদ্র পথের ভিখারি। প্রতিদিন হাজার হাজার গরিব মানুষ অনাহারে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, আত্মহত্যা করছে, অভাবের তাড়নায় নারী-শিশু বিক্রি করছে, ঘর সংসার ভেসে যাচ্ছে। পারিবারিক জীবনে স্নেহ মায়া মমতা ধসে যাচ্ছে। শিশুকন্যা থেকে শুরু করে বৃদ্ধা নারী পর্যন্ত প্রতিদিন শত শত ধর্ষিতা গণধর্ষিতা হচ্ছে এবং তাদের নৃশংস ভাবে হত্যা করা হচ্ছে। নীতি-নৈতিকতা মনুষ্যত্ব বলে আর কিছু নেই। অন্য দিকে মুষ্টিমেয় বড় বড় পুঁজিপতি আম্বানি আদানি টাটারা দৈনিক কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করছে। পুঁজিপতিদের কেনা গোলাম হিসাবে কাজ করছে বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূল সহ সব জাতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলি। এমনকি সিপিএমও প্রায় একই পথের যাত্রী। ফলে একদিকে গদিলোভী, ভোট সর্বস্ব, মিথ্যাচারী, লোকঠকানো, ভণ্ড, পুঁজিবাদের গোলামির রাজনীতি, অন্য দিকে শোষিত-অত্যাচারিত গরিব মধ্যবিত্তের বেঁচে থাকার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম করার জন্য এবং পুঁজিবাদী শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য এস ইউ আই (কমিউনিস্ট) দলের বিপ্লবী রাজনীতি। এই দুই রাজনীতির মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে।

এই প্রশ্নে কমরেড অজয় সাহা কিন্তু ভুল করেননি বলেই তিনি এই চরিত্র অর্জন করেছেন। অনেকে প্রশ্ন করেন, আপনাদের দলে সবই ঠিক আছে। কিন্তু আপনাদের কী 'পাওয়ার' আছে? পাওয়ার বলতে তাদের এই গদিসর্বস্ব দলগুলি বুঝিয়েছে মন্ত্রীত্ব, এমপি, এমএলএ, পুলিশ প্রশাসন, টাকার থলি, ক্রিমিনাল বাহিনী, সংবাদমাধ্যমের প্রচার। এই যদি পাওয়ার হয় তা হলে বুদ্ধ, যীশুখ্রিস্ট, শঙ্করাচার্য, হজরত মহম্মদ থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, ভগৎ সিং-দের কোনও পাওয়ার ছিল না। তাঁদের পাওয়ার বা শক্তির উৎস ছিল সঠিক আদর্শ ও উন্নত চরিত্রবল। আজও পাওয়ার কাকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছে একমাসের অধিক দিল্লিতে প্রবল শীতে আন্দোলনরত লক্ষ লক্ষ কৃষক। ইতিমধ্যে ৪০ জন প্রাণ হারিয়েছেন, তবুও সংগ্রামী কৃষকেরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অটল। কালা কৃষি আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন। তারা পথ অবরোধ করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে এক রকম ঘেরাও করে রেখেছে, যেখানে মিলিটারি, পুলিশ, কামান, বন্দুক সব কিছু পরাস্ত হয়ে গিয়েছে। এই হচ্ছে জনগণের নিজস্ব পাওয়ার, গণঅন্দোলনের শক্তি। গ্রামে শহরে বিপ্লবী আদর্শে ও উন্নত চরিত্রে বলিয়ান জনগণের সংগ্রামে এই শক্তি অর্থাৎ পিপলস পাওয়ার গড়ে তোলার উপরেই কমরেড শিবদাস ঘোষ বার বার জোর দিয়েছেন। কমরেড অজয় সাহা কিন্তু এই সব সরকারি দলগুলির তথাকথিত পাওয়ারের প্রলোভনে ভোলেননি, তিনি বিপ্লবী দলের যথার্থ পাওয়ারকে চিনে নিয়ে কষ্টসাধ্য সংগ্রামকেই গ্রহণ করেছিলেন, তাই আজ আপনারা এখানে সমবেত হয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন। মনে রাখবেন, বাঁচার একমাত্র পথ পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, একমাত্র আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা, গরিব শোষিত জনগণের একমাত্র দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। এই সব বুঝে নিয়ে আপনারা এগিয়ে আসুন, এই দলকে শক্তিশালী করুন, কমরেড অজয় সাহার জীবন সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিন।

কমরেড অজয় সাহা লাল সেলাম
সর্বহারার মহান নেতা
কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) জিন্দাবাদ

আমতায় আশাকর্মী সম্মেলন

আশা কর্মীদের স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, ফরমেট প্রথা বাতিল সহ বিভিন্ন দাবিতে ২৯ ডিসেম্বর হাওড়া জেলার আমতা-২ ব্লকের আশাকর্মীদের দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সিয়াগড়ে। বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত 'পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন' হাওড়া গ্রামীণ জেলার সম্পাদিকা মধুমিতা মুখার্জি ও সভাপতি নিখিল বেরা। বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন। সম্মেলনে পাপিয়া মাইতিকে সম্পাদিকা, মিঠু জানাকে সভানেত্রী ও রুমা সাউকে কোষাধ্যক্ষ করে সংগঠনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

'রাস্তা সারাই করো না হলে রাস্তা কেটে হবে প্রতিবাদ'

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা কুলপি রোড, জয়নগর-জামতলা রোড, জামতলা-হেড়োভাঙা রোড, মথুরাপুর-রায়দিঘি রোড ইত্যাদির অবস্থা একেবারেই শোচনীয়। বহুবার জানানো সত্ত্বেও প্রশাসনের তরফে মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে এসইউসিআই(সি)-র পক্ষ থেকে এলাকা জুড়ে পোস্টার দিয়ে ঘোষণা করা হয়েছে ৩০ জানুয়ারির মধ্যে রাস্তা মেরামত করুক সরকার। না হলে রাস্তা কেটেই প্রতিবাদ জানাবে এলাকার সাধারণ মানুষ। দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ নস্কর জানিয়েছেন, শুধু শুকনো আশ্বাস নয়, রাস্তা অবিলম্বে সারাই না হলে এই চরম পথ নিতে মানুষ বাধ্য হবে।

রানাঘাটে কৃষক ধরনা

৩০ ডিসেম্বর রানাঘাট জিআরপিএফ অফিসে পিছনে রিক্সা স্ট্যান্ডে সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত কৃষক ধরনা অনুষ্ঠিত হয়। দাবি তোলা হয় অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন বাতিল করতে হবে এবং বিদ্যুৎ আইন ২০২০ প্রত্যাহার করতে হবে। শিক্ষক অধ্যাপক সহ বহু সংখ্যক কৃষক উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানী ডঃ মৃদুল দাস, তাহেরপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক জয়দেব মুখার্জি, রানাঘাট মহকুমা আদালতের আইনজীবী ইন্দ্রনীল চাটার্জী প্রমুখ।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

বিহারে কৃষকদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ

দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে পাটনায় রাজভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিল কৃষক সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চ এআইকেএসসিসি। ডাকবাংলো চৌমাথায় সভার আগাম অনুমতি নেওয়া সত্ত্বেও কৃষকদের বিশাল মিছিল গান্ধী ময়দান থেকে শুরু হয়ে জে পি গোলাম্বরে পৌঁছলে পুলিশ এগোতে বাধা দেয়। কৃষকরা ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে গেলে পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। লাঠির আঘাতে আহত হন বহু কৃষক। ডাকবাংলোর সভায় এআইকেকেএমএস-এর পক্ষে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড লালবাবু মাহাতো।

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে শিলিগুড়ি ও কোচবিহারে সভা

২ জানুয়ারি দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে এবং ৪ জানুয়ারি কোচবিহার জেলা কমিটির উদ্যোগে দুটি মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়িতে এয়ারভিউ মোড় থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে কোর্ট মোড়ে শেষ হয়। সেখানে জনসভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য। সভার শুরুতে কৃষক আন্দোলনের শহিদদের ও চা-শ্রমিক আন্দোলনের শহিদ কমরেড তন্ময় মুখার্জীর শহিদ বেদিতে মাল্যদান করা হয়।

কোচবিহারে সহস্রাধিক শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-যুব মহিলা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। ক্ষুদিরাম স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে কাছারি মোড় সংলগ্ন রামমোহন রায় স্কোয়ারে গিয়ে মিছিল শেষ হয়। সেখানে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদক কমরেড শিশির সরকার। কমরেড ভট্টাচার্য কৃষক আন্দোলনকে জোরদার করার পাশাপাশি ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলারও আহ্বান জানান।

শিলিগুড়িতে মিছিল

কোচবিহারে জনসভা

বিএসএনএল বন্ধের চক্রান্তের প্রতিবাদে নাগরিক কনভেনশন

বিএসএনএল-কে রুগ্ন ও বন্ধ করে দেওয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের বিরুদ্ধে ২৯ ডিসেম্বর বিএসএনএল বাঁচাও কমিটির ডাকে নাগরিক কনভেনশন হয় ধর্মতলায়। প্রধান বক্তা বিশিষ্ট সমাজসেবী মেধা পাটকর বলেন, বিএসএনএল কর্মীদের উপর এই আক্রমণ মেনে নেওয়া যায় না। বেসরকারি সংস্থার মুনাফার জন্য বিএসএনএলকে ৪-জির ছাড়পত্র দিচ্ছে না সরকার। এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস বলেন, করোনা পরিস্থিতিতেও বিএসএনএলের ঠিকা কর্মীরা পরিষেবা দিয়েছেন, অথচ ১৪ মাস তাঁদের বেতন দেওয়া হয়নি। অডিও মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার। উপস্থিত ছিলেন বিএসএনএল বাঁচাও কমিটির আহ্বায়ক অনিন্দ্য রায়চৌধুরী, মনোজ ঠাকুর, অমিতা বাগ, সঙ্গীতশিল্পী অসীম গিরি, পার্থ অধিকারী, গোরাচাঁদ হালদার প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন বিএসএনএল ঠিকা কর্মী প্রতাপ দিগ্। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অমিতাভ মিত্র ও কৃষক নেতা অভীক সাহা প্রমুখ।

বক্তব্য রাখছেন মেধা পাটকর

সিপিএম নেতা কি কর্পোরেটের মুখপাত্র!

দিল্লিতে আন্দোলনকারী কৃষকদের সঙ্গে সরকারের দফায় দফায় বৈঠক যখন ব্যর্থ, যখন কৃষকরা ঘোষণা করছেন— 'লড়ব এবং জিতব', তখন হঠাৎ সিপিএম সাধারণ সম্পাদক কমরেড সীতারাম ইয়েচুরি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিক 'দি হিন্দু'তে (৩১ ডিসেম্বর, ২০২০) এবং সিপিএমের বাংলা মুখপত্র গণশক্তিতে নিবন্ধ লিখে দাবি করলেন, সরকার কৃষকদের সাথে আলোচনায় কর্পোরেটকেও ডাকুক এবং তাঁদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে নতুন আইন নিয়ে আসুক (১ জানুয়ারি, ২০২১)।

সিপিএম সম্পাদকের এই প্রস্তাবে আন্দোলনকারী কৃষকরা রীতিমতো বিস্মিত। তাঁদের প্রশ্ন, কথা তো সরকার এবং কৃষকদের মধ্যে। কর্পোরেট মালিকরা সেখানে অসে কী করে! সীতারাম ইয়েচুরি হঠাৎ এমন প্রস্তাব তুললেন কেন? তিনি কি তবেদ কর্পোরেটের মুখপাত্র হলেন! রাজধানী দিল্লির এই আন্দোলন সব দিক থেকেই ঐতিহাসিক। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কৃষকরা আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ। তেমনই এই আইন তৈরির পিছনে যে সরকারের কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদই কাজ করেছে, কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা নয়, তা আন্দোলনকারী কৃষকদের কাছে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। তাই আন্দোলনের ময়দান থেকে এক দিকে সরকারের কৃষক বিরোধী চরিত্রের বিরুদ্ধে স্লোগান উঠেছে, তেমনই কর্পোরেট পুঁজিকেও সরাসরি কাঠগড়ায় তুলেছেন তাঁরা। কৃষি-আইনের অন্যতম প্রধান সুবিধাভোগী আম্বানি এবং আদানিদের পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছে কৃষক সংগঠনগুলি। কৃষকরা জিও ফোন বয়কট করেছেন। পাঞ্জাব হরিয়ানা জুড়ে জিও-র টাওয়ারগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন করে দিয়েছেন। ফলে কৃষকরা যখন ধনকুবের কোম্পানি মালিকদের বিরুদ্ধে এমন আপসহীন ভাবে লড়াই করছে তখন সিপিএম নেতার তাদের সাথে গলাগলির এই প্রস্তাবে কৃষকরা রীতিমতো স্তম্ভিত।

কৃষকদের দাবি, সরকার অবিলম্বে কর্পোরেট স্বার্থবাহী কৃষি আইন প্রত্যাহার করুক। এই নিয়ে দফায় দফায় সরকারের সঙ্গে কৃষকদের আলোচনা চলছে। সরকার দাবি না মানলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে বলে কৃষকরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। এই রকম পরিস্থিতিতে সিপিএম সম্পাদকের এমন প্রস্তাব স্বাভাবিক ভাবেই আন্দোলনের ক্ষতি করবে, নানা বিভ্রান্তি তৈরি করবে। বাস্তবে সীতারাম ইয়েচুরি এই প্রস্তাবের দ্বারা তাঁর দলের আপসকামী চরিত্রটিকেই স্পষ্ট করলেন না কি? তাঁরা মুখে নিজেদের শ্রমিক-কৃষকের দল বলেন। অথচ আন্দোলনে কৃষকদের আপসহীন মনোভাব যখন শাসক দল এবং শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে তখন এমন একটি প্রস্তাব শ্রেণিসংগ্রাম তীব্র করার পরিবর্তে শ্রেণি সমন্বয়েরই ইঙ্গিতবাহী। এর দ্বারা কি সিপিএমের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থ রক্ষায় আপসকামী তথা সোস্যাল ডেমোক্রেটিক চরিত্রটিকেই আবার স্পষ্ট করে দিল না? সিপিএমের কৃষক সংগঠনও এই আন্দোলনের অংশীদার। কিন্তু সিপিএম সম্পাদক তথা দল হিসেবে সিপিএম যদি এই আপসকামী নীতি নিয়ে চলে তবে তাঁদের অনুগামী কৃষক নেতারা কি আন্দোলনে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারবেন? নানা কথার প্যাঁচে তাঁরাও তো শেষ পযন্ত এই আপসের ভূমিকাটিই পালন করবেন! সিপিএমের যে কর্মী-সমর্থকরা কৃষক আন্দোলনের সাফল্য চাইছেন তাঁদের নেতৃত্বের এই ভূমিকা বিচার করে দেখা দরকার।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com